দৈনিক

তারিখ 19 JAN 2012
পৃষ্ঠা ৩ ২

জবিতে আট হাজার ছাত্রীর মানবেতর জীবন কাটছে

□ এম এ মালেক : মানবেতর জীবন কাটছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ বিভাগের আট হাজার ছাত্রীর। প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একজন ছাত্রীর আবাসনের সুযোগ দিতে পারেনি। ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে উৎকণ্ঠায় তাদের অভিভাবক মহল। ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে আইন পাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। শুরু থেকেই ছাত্রীরা তাদের আবাসিক ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল কিন্তু সে দাবি আলোর মুখ দেখেনি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, এ বছরের মধ্যে আমরা একটি ছাত্রী হল নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি বিভাগে ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় আট হাজার ছাত্রী রয়েছে। এসব ছাত্রী রাজধানীর পুরানো ঢাকা, কেরানীগঞ্জ, যাত্রাবাড়ি, শনির আখড়া, মিরপুর, কল্যাণপুর, আজিমপুর, সূত্রাপুর, ধোলাইখাল, জুরাইন, ডেমরা, গেন্ডারিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে আনাচে-কানাচে মেসে মানবেতরভাবে জীবন কাটাচ্ছে। এসব মেসের খবর নিয়ে জানা যায়, মেসগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবন পার করছে ছাত্রীরা। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সমস্যা লেগেই থাকে। তার উপর আর্থিক সমস্যাতো আছেই। বাসা ভাড়াসহ নিত্যদিনের খাবারের খরচ মেটাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর খাবার তাদের কপালে জোটে না। এদিকে ছাত্রীরা যেসব ভাড়াবাড়ি বা মেসে থাকে সেগুলোতে কোন বিশেষ নিরাপত্তা নেই। আশপাশের বখাটেরা প্রায়ই তাদের উত্যক্ত করে। নিজের আত্মসম্মানের দিকে লক্ষ্য করে কাউকে কিছু না জানিয়ে এসব বখাটের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন বলে জানা যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেসে থাকা এক ছাত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, হল না থাকায় বাধ্য হয়ে মেসে থাকতে হয়। অথচ এখানে আমাদের বাড়তি কোন নিরাপত্তা নেই। আশপাশের ছেলেরা আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে এবং অশ্লীল কথাও বলে। প্রতিবাদ করলে তারা আরো বেশি করে। তাই নীরবেই সহ্য করি এসকল কষ্ট। তারা আরো জানায়, হল থাকলে এ ধরনের সমস্যা থাকতো না। ফলে পড়ালেখায় আরো মনোযোগ দিতে পারতাম। জানা যায়, পুরানো ঢাকাসহ রাজধানীতে ব্যাচেলরদের কেউ বাড়িভাড়া দিতে চায় না। তার মধ্যে মেয়েদের জন্য বাসা ভাড়া পাওয়া আরো কষ্টকর। বাড়িওয়ালারা কয়েক মাস পর পর নানা অজুহাতে বাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি করে। তাদের কথামত বাড়তি ভাড়া না দিলে বাড়ি থেকে তাদের অপমান করে বের করে দেয়। এভাবে নানা সমস্যার মধ্যে মেসে তাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেয়েদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে আসা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাদের অভিভাবকদের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচের টাকা দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে মেসের বাড়তি খরচ মিটাতে তাদের টিউশনি ও কোচিং-এ সময় দিতে হয়। এর ফলে তারা পড়াশুনায় মন দিতে পারে না। পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটে এবং পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থাকলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো না ছাত্রীদের— এমনই মন্তব্য করেন কয়েকজন ছাত্রী। ইংরেজি বিভাগের ৭ম সেমিস্টারের ছাত্রী শারমিন সুলতানা শিমু ইনকিলাবকে বলেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যেখানে হল, বিনোদন, ক্যান্টিনসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সুবিধা ভোগ করছে সেখানে উচ্চ বেতন-ভাতা দিয়েও আমরা এসব সুবিধার সিকি ভাগও ভোগ করতে পারছি না।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ ইনকিলাবকে বলেন, হলের নকশা/ডিজাইন সবকিছু ঠিকঠাক করা হচ্ছে। এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণের কাজ অতি দ্রুত শুরু করবো।